ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

শাম্মী লায়লা ইসলাম
সাধন কুমার দাস

২৯ মে ২০১৪

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা, পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
শাম্মী লায়লা ইসলাম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
সাধন কুমার দাস, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার মো. ওয়াহেদ আলমকে এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ প্রদান ও প্রতিবেদনের গুণগতমান বৃদ্ধিকরণে সহযোগিতার জন্য টিআইবি'র সহকর্মীদের জানায় অশেষ ধন্যবাদ। এছাড়াও সকল উত্তরদাতার প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি নং ১৪১, সড়ক নং ১২, ব্লক নং ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশের সরকার, রাজনীতি ও বেসরকারি খাতসহ সমাজের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জ্ঞানভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তনের দাবি উত্থাপন ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি সার্বিকভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার ওপর বা এর গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলোর কার্যকরতার লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং গবেষণালব্ধ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে নীতিগত প্রচারণার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক, আইনী ও প্রায়োগিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। টিআইবির সকল গবেষণা, প্রচারণা বা মাঠপর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্তকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ ও রাষ্ট্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা যা সরকারের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের মূল চেতনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অক্টোবর ২০১২ এ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর খসড়া প্রণয়ন প্রক্রিয়ায়ও টিআইবি সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল।

দুর্নীতি রোধে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় ও অনুকূল আইন-কানুন, বিধিমালা, পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী অঙ্গীকার থাকলেও দেশে দুর্নীতির প্রকোপ কমাতে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে ঘাটতির প্রেক্ষিতে সরকার এই কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করে। এখানে ১০টি রাষ্ট্রীয় ও ৬টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ চিহ্নিত করে মেয়াদভিত্তিক (স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী) কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদ শেষ হয়েছে। 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়' শীর্ষক এই কৌশলপত্র অভীষ্ট লক্ষ্যে কতটুকু সম্ভাবনা বা সফলতা তৈরিতে অবদান রাখছে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে সরকারকে সহায়তার উদ্দেশ্যে **'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল: বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি'** শিরোনামে টিআইবি এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন সরকার কর্তৃক দুর্নীতি রোধে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এর কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের আরো উদ্যোগী হয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমন্বিতভাবে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এই দীর্ঘ দেড় বছরে এখনও অনেক প্রতিষ্ঠানে অঙ্গীকার অনুযায়ী নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়নি। যেখানে গঠিত হয়েছে সেখানেও কৌশলপত্র অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থবিরতা রয়েছে, অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে কোনো পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তৈরি করা যায়নি। সর্বোপরি, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সচেতনতা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া এই প্রতিবেদনে কৌশলপত্রের উল্লেখযোগ্য ঘাটতি চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, শুদ্ধাচারের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি অর্জনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়নি, জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, প্রতিষ্ঠানের চলমান ও নিয়মিত কার্যক্রমকেই কৌশলপত্রে আনা হয়েছে। কৌশলপত্রের ঘাটতি এবং এর বাস্তবায়নের বহুবিধ চ্যালেঞ্জ থাকায় স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও সাফল্য খুব কম। তাই এই অবস্থা থেকে উত্তরণে টিআইবি কর্তৃক সুপারিশকৃত বিষয়গুলো অতিদ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে গতি আসবে বলে আমরা আশা করি।

টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়েরের তত্ত্বাবধানে রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাম্মী লায়লা ইসলাম ও সাধন কুমার দাস এই গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন। এই প্রতিবেদনের খসড়ার ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের কর্মকর্তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রতিবেদনের উন্নতি বর্ধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। টিআইবি তাঁদের প্রতি বিশেষ করে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, অতিরিক্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম এবং অতিরিক্ত সচিব এন. এম. জিয়াউল আলম-এর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্টবৃন্দ আমাদের তথ্য সরবরাহ করে সহায়তা করায় তাঁদের জানাই বিশেষ ধন্যবাদ। পরিশেষে গবেষণা প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে আমার সকল সহকর্মীদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

এই গবেষণার ব্যাপারে পাঠকের যেকোনো মন্তব্য, সমালোচনা এবং পরামর্শ টিআইবি সাদরে গ্রহণ করবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

ঢাকা, ২৯ মে ২০১৪

সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা

স্বাধীনতা পরবর্তী গত চার দশকে বাংলাদেশ একটি উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বদরবারে নিজেকে পরিচিত করতে পেরেছে। একইসাথে দুর্নীতির বিস্তার বাংলাদেশের এই উন্নয়ন ধারাকে অব্যাহতভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। এই প্রেক্ষিতে সরকার দুর্নীতি রোধের উদ্দেশ্যে শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। শুদ্ধাচারের সাথে জড়িয়ে আছে রাষ্ট্র ও সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সংবিধান ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন। সুতরাং শুধুমাত্র দুর্নীতির উৎপাটন নয়, বরং সমাজে ও রাষ্ট্রযন্ত্রে একটি ন্যায়পরায়ণতাভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরি করার প্রত্যাশায় ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণীত হয়। এখানে ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও বিভিন্ন মেয়াদী (স্বল্প মেয়াদী বা এক বছর, মধ্যমেয়াদী বা তিন বছর এবং দীর্ঘ মেয়াদী বা পাঁচ বছর) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কাঠামোর দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এই নীতিগত দলিলটি কিভাবে সরকার ও প্রশাসনের জন্য অগ্রগণ্য, কার্যকরী ও বাস্তবায়নমুখী একটি দলিল হতে পারে তার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার ওপর দীর্ঘদিনের গবেষণা ও নীতিপর্যায়ে প্রচারণার অভিজ্ঞতা থাকায় টিআইবি এই কৌশলপত্রের ঘাটতি এবং বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার মাধ্যমে সরকারকে কৌশলপত্রের কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তা করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী এ দলিলটি কতখানি পরিপূর্ণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতখানি যথার্থ তা পর্যালোচনা করা, কৌশলপত্রে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা বিশেষ করে স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করা এবং কৌশলপত্রটির ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করা এবং বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে সুপারিশ প্রদান করা। এই গবেষণাটি গুণবাচক তথ্য নির্ভর। পরোক্ষ তথ্যের প্রধান উৎস হলো, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র, সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিল, কৌশলপত্রের স্বতন্ত্র পর্যালোচনা, শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা ব্যবস্থা বিষয়ক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদন। আর প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হলো মুখ্য তথ্যদাতা, যারা এই কৌশলপত্রটি প্রণয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন, নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট এবং জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের কর্মকর্তা। এছাড়া খসড়া প্রতিবেদনের ওপর জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার সময়কাল জানুয়ারি-মে ২০১৪।

৩. কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কাঠামো ও সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ' এবং অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' গঠিত হয়েছে। এই ইউনিটের নির্দেশনার আলোকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান নৈতিকতা কমিটি গঠন করেছে যেখানে একজন 'ফোকাল পয়েন্ট' নির্ধারণ করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে তিন পর্যায়ে আটটি, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি, গণমাধ্যম ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুটি কর্মশালা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে। বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়েও কয়েকটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নানাবিধ নির্দেশনা, পরামর্শ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কারের উদ্যোগ, তথ্য অধিকার, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ সংক্রান্ত তিনটি উপ-কমিটি গঠন, কৌশলপত্র বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পৃক্তকরণ এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ও সুশাসন পরিস্থিতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

৪. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা

জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কৌশলপত্র বাস্তবায়নের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। কিন্তু স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমের মেয়াদ শেষ হলেও এখনও কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিবেদন প্রেরণ করেনি। অন্যদিকে, যে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিবেদন জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ করেছে তার ওপর ভিত্তি করে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এছাড়া সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ নেওয়ার কথা থাকলেও এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি নাই। এমনকি উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক তিনটি কাজকে (ন্যায়পাল নিয়োগ, বিচারপতি নিয়োগে আইন/বিধি প্রণয়ন ও

অ্যাটর্নি সার্ভিস অ্যাক্ট অনুমোদন) অগ্রাধিকার দিয়ে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। সর্বোপরি, সকল রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে এখনও নৈতিকতা কমিটি গঠিত না হওয়ায় সার্বিকভাবে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৫. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিকল্পনায় অগ্রগতি বিশ্লেষণ

কৌশলপত্রে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ বিশ্লেষণে দেখা যায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যেমন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রভাব, অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি, বিরোধী দলের অসহযোগিতা, আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া, বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় না থাকা ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ থাকায় প্রতিষ্ঠানসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় বেশ কিছু কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে বা চলমান রয়েছে। যেমন, ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ২৫,০০০ ওয়েবসাইট সমৃদ্ধ ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল তৈরি এবং ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম চালু, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তিত, অধিকাংশ জেলায় নির্বাচন কমিশনের সার্ভার স্টেশন চালু, সোস্যাল পারফরমেন্স অডিট চালুর উদ্যোগ, দুদক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রতিরোধে মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা, সংশোধিত দুদক আইনে সচিব নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রদান, তদন্ত দ্রুত শেষ করা, অভিযোগকারীর পরিচয় প্রকাশে বাধ্য না থাকা, তদন্ত চলাকালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির মাধ্যমে দুদককে শক্তিশালী করা উল্লেখযোগ্য। আবার কিছু কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। যেমন, অংশগ্রহণমূলক সম্পাদিত কর্ম-মূল্যায়ন পদ্ধতির খসড়া হলেও প্রবর্তিত হয়নি, সরকার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয় ও সম্পদের বিবরণ কর্তৃপক্ষের কাছে জমাদানে কোনো অগ্রগতি নাই, সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পদ্ধতি, নীতি ও কার্যপ্রণালি প্রণীত হয়নি, নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবন ও রিসোর্স সেন্টার নির্মিত হয়নি, কর্ম কমিশনের আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগত স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নাই, ন্যায়পাল নিয়োগ হয়নি, উপজেলা ও জেলা পরিষদে সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভাব ও এখতিয়ার সুনির্দিষ্টকরণে এখনও আইনী সংস্কার করা হয়নি।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিভিল সার্ভিস আইনের খসড়া প্রণীত হলেও মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন পায়নি, বেসরকারি বিল হিসেবে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি সংসদে উত্থাপিত হলেও তা অনুমোদিত হয়নি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্যে মনোনয়নের জন্য একটি খসড়া নীতিমালা আইন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন রয়েছে, অ্যাটর্নি সার্ভিসেস আইনের খসড়া হলেও তা এখনও অনুমোদিত হয়নি, নিরীক্ষা আইনটি চূড়ান্ত না হওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের স্বশাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, স্থানীয় সরকার সার্ভিস বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, দুদকের কার্যক্রমের অধিকতর নিরপেক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে দুদকের তথ্য উন্মুক্ততা বৃদ্ধি এবং তদন্ত ও মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় কমিশনার নিয়োগ এবং মামলা দায়ের ও প্রত্যাহার করার অভিযোগ রয়েছে।

৬. অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিকল্পনায় অগ্রগতি বিশ্লেষণ

অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া এখনও প্রণীত না হওয়ায় রাজনৈতিক দল, বেসরকারি খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও সুশীল সমাজ, পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট কোনো নৈতিকতা কমিটি গঠিত হয়নি এবং ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে এনজিও ও সুশীল সমাজ খাতের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উদ্যোগে কয়েকটি এনজিও'র সহায়তায় একটি খসড়া প্রণয়ন করে তার ওপর মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করা হয়েছে। তারপরও এ সকল প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যাশিত পর্যায়ের গণতন্ত্র চর্চার ঘাটতি রয়েছে, প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত এবং অর্থের প্রভাব বিরাজমান এবং দলীয় তহবিল ব্যবস্থাপনায় পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ভোক্তা অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত এবং খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে উপ-কমিটি গঠিত হলেও এসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি কম, শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাসেবা, দেশপ্রেম ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ উৎসাহ প্রদানে সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপকভিত্তিক পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়, পিআইবি'র জনবল সংকট ও বাজেট স্বল্পতা রয়েছে, প্রশিক্ষণের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল নাই, সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়, এবং প্রেস কাউন্সিলের আইনী সীমাবদ্ধতা সহ পর্যাপ্ত জনবল, আর্থিক বরাদ্দ ও লজিস্টিকস-এর ঘাটতি রয়েছে। একইভাবে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজনৈতিক দলের আচরণ সম্পর্কে সম্মত বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নয়নে কিছু এনজিও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এজন্য সার্বিক কোনো কাঠামো বা পদ্ধতি নাই এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য কমিশনের নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ও দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের উল্লেখযোগ্য সবল দিক

এই কৌশলপত্রে দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমকে জোরদার করতে সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে, দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চলমান কার্যক্রম ও সংস্কার-উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের উন্নয়ন সাধনের বিষয়টিকে প্রাধান্য

দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষত পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনায় প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে সে অনুযায়ী সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে এবং এটি বাস্তবায়নে কয়েক স্তর বিশিষ্ট বাস্তবায়ন কাঠামো দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন ও আইনী সংস্কারের কথা বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল বৃদ্ধি, তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে, সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, দায়বদ্ধতা, কার্যকরতা নিশ্চিতকরণে গুরুত্ব আরোপ এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার প্রেক্ষিতে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে এই কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রের ঘাটতি

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল দুর্নীতি রোধে এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘাটতিসমূহ এই দলিলের বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে।

ক) শুদ্ধাচারভিত্তিক মৌলিক সূচকসমূহের অনুপস্থিতি: প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য শুদ্ধাচার সম্পর্কিত মৌলিক সূচকসমূহ যেমন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, সংবেদনশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

খ) দুর্নীতিরোধে অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমের অনুপস্থিতি: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রটির পটভূমিতে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার কথা যৌথভাবে একাধিকবার বলা হলেও দুদক ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় দুর্নীতি রোধে অগ্রাধিকারমূলক কোনো কার্যক্রম বা সুপারিশ প্রদান করা হয়নি। কৌশলপত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার পথে দীর্ঘমেয়াদী প্রয়াস থাকলেও বর্তমানে সুবিস্তৃত দুর্নীতি রোধে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়।

গ) জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত না হওয়া: জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন, তথ্য কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ঘ) কৌশলপত্রে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর অনুপস্থিতি: নির্বাহী বিভাগের অধীনে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী ও সামরিক বাহিনী থাকলেও তাদের গুরুত্ব বিবেচনায় পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের আওতায় শুধুমাত্র জনপ্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কোনোরূপ আলোচনা করা হয়নি।

ঙ) কৌশলপত্রে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি: আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

চ) মন্ত্রণালয়ের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান এবং অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অস্পষ্টতা: মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা অনুবিভাগ থাকলে তাদের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা কবে, কীভাবে প্রণীত হবে, সেগুলোর বাস্তবায়নে কে বা কারা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয় কীভাবে করা যাবে, সাংবিধানিক বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় কীরূপ হবে, ইত্যাদি বিষয়ে কৌশলপত্রে কোনো নির্দেশনা দেওয়া নাই।

ছ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কর্মসূচি বাস্তবায়নের এখতিয়ার মূল্যায়িত না হওয়া: কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠান তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম কিনা বা তাদের এখতিয়ার আছে কিনা অনেকক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা হয়নি। আবার অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব ও সহায়তাকারীর ভূমিকা দেওয়া হলেও তারা এ সকল কাজের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম কিনা তার কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি।

জ) কৌশলপত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের চলমান ও নিয়মিত কার্যক্রমের প্রাধান্য: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিকল্পনায় বর্তমানে তাদের চলমান ও নিয়মিত কার্যক্রমকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, নির্বাচন কমিশনের চলমান কার্যক্রমকে একটি ছকে ফেলে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব কমে গেছে।

ঝ) সুপারিশের সাথে কর্মপরিকল্পনার সামঞ্জস্যহীনতা: কোনো প্রতিষ্ঠানের চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে সুপারিশ দেওয়া হলেও তা অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা দেওয়া হয়নি। যেমন, বিচার বিভাগের আলোচনায় স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ করা হয়েছে, 'জুডিশিয়াল কর্মকর্তাদের আচরণবিধির যথাযথ বাস্তবায়ন' এবং নির্বাহী বিভাগ ও জনপ্রশাসনের আলোচনায় স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ করা হয়েছে

'প্রতিবছর নিয়মিতভাবে শূন্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ নিশ্চিত করা' কিন্তু এই সকল কার্যক্রম অর্জনে কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদক সূচক প্রদান করা হয়নি।

ঞ) গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের অনুপস্থিতি: প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের চলমান দুর্নীতির বিস্তার রোধে কোনো সুপারিশ করা হয়নি। এছাড়া শুদ্ধাচারের প্রধান সূচকসমূহ (স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি) অর্জনের জন্য কোনো সুপারিশ নাই। যেমন, সরকারি কর্ম কমিশনে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হলো 'দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে, পেশাগত সততার সাথে, স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা' যা এখানে নাই।

ট) চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণে দিক-নির্দেশনার অনুপস্থিতি: কৌশলপত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় গুরুত্ব সহকারে চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হলেও কিছুক্ষেত্রে তা হতে উত্তরণে কোনো সুপারিশ বা কার্যক্রম দেওয়া হয়নি। যেমন, জাতীয় সংসদের আলোচনায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে 'জাতীয় সংসদ ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে উন্নততর দায়বদ্ধতামূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা'। কিন্তু কিভাবে এটা হতে উত্তরণ সম্ভব তা সুপারিশ বা কর্মপরিকল্পনায় আলোচিত হয়নি।

ঠ) কর্মসম্পাদনের নির্ধারিত সময়সীমা সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত নয়: কৌশলপত্রে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা অর্জনে নির্ধারিত সময়সীমা অনেকক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এবং বাস্তবসম্মত নয়। এখানে স্বল্পমেয়াদী বলতে একবছর, মধ্যমেয়াদী বলতে তিন বছর এবং দীর্ঘমেয়াদী বলতে পাঁচ বছর সময়কাল নির্দিষ্ট করা হলেও নির্ধারিত সময়সীমাকে লক্ষ্য করে কোনো কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনায় সময় নির্ধারণে অনেকক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থেকে গেছে। যেমন, অ্যাটর্নি জেনারেলের পাঁচ নম্বর কর্মপরিকল্পনা 'দরিদ্র জনগণের আইনি সহায়তা কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি' বাস্তবায়নে একই সাথে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সংসদের দুই নম্বর কর্মপরিকল্পনা 'বিরোধী দলীয় সদস্যগণের সংসদের অধিবেশনে নিয়মিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ' বাস্তবায়নে চলমান ও দীর্ঘমেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ড) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা না করে কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত: কৌশলপত্রে উল্লিখিত কিছু কর্মপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা না করেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, সিএজি কার্যালয়ের সাথে আলোচনা না করে নিরীক্ষা ও হিসাব পৃথক কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে।

ঢ) কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি: এই কৌশলপত্রে ন্যায়পাল, রাজনৈতিক দল, পরিবার ও গণমাধ্যমের বিষয়ে সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনার উল্লেখ থাকলেও এ সকল কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না।

৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের প্রায় দেড় বছর অতিবাহিত হয়েছে। এটি বিভিন্নমুখী রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নীতিগত সংস্কার ও তার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সময়সীমার নিরিখে খুব বেশি সময় না হলেও যেকোনো সংস্কারমূলক কার্যক্রমের শুরুতেই তার চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এই প্রেক্ষিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ এখানে তুলে ধরা হলো।

ক) শুদ্ধাচার বাস্তবায়নাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার অভাব: কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন কারিগরি সহায়তা দেবে এবং সম্পদ সরবরাহ করবে বলা হলেও এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা পায়নি। অন্যদিকে, এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব কোনো আর্থিক বরাদ্দ নাই। তাই তাদের পক্ষে এটি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্মিলিত কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। আবার, কারিগরি সহায়তার দিকগুলোও চূড়ান্ত হয়নি।

খ) অংশীজনদের মধ্যে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত সচেতনতার অভাব: কৌশলপত্র বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতির পেছনে রয়েছে এটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীজনদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাব, দুর্নীতি প্রতিরোধ বা শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিস্পৃহতা, দীর্ঘদিনের আমলাতান্ত্রিক কর্ম-সংস্কৃতির বাইরে নতুন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করার মানসিকতা, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, তথ্যের অবাধ প্রবাহে বাধা, তথ্য সংরক্ষণের অভাব ইত্যাদি ।

গ) শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের অভাব: সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড নির্ভর করতে পারে অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের ওপর। তাই কোনো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক, সমন্বয়, এবং যোগাযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হলেও আমাদের দেশে এ ধরনের সমন্বয়ের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে।

ঘ) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতাকে প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব না দেওয়া: কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা থাকায় কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে এটি অগ্রাধিকার পায় না। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট মেয়াদে বাস্তবায়ন করতে না পারে বা কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তবে তা তাদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এজন্য কোনো শাস্তিমূলক বা বাধ্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কী ধরনের পদক্ষেপ নিবে বা সংশ্লিষ্ট নৈতিকতা কমিটি কিভাবে তাদের জবাবদিহি করবে এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নাই।

ঙ) ফোকাল পয়েন্টদের বদলী/ভিন্ন পদে পদায়ন: একটি প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে বদলী হয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে গেলে তার কর্ম-এলাকা, বিষয়, এখতিয়ার ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এতে তিনি যে প্রতিষ্ঠান ছাড়ছেন সেখানে একটি শূন্যতা তৈরি হয়। আবার নতুন কোনো কর্মকর্তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে এবং নতুন কর্মকর্তার সদ্য পদায়িত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব বুঝে নিতে বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে অনেক সময় লাগতে পারে। ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যেভাবে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের কাজ চলছিল, সেখানে নতুন নেতৃত্ব আসাতে কিছুটা ধীরগতি আসতে পারে।

চ) বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল ও লজিস্টিকস-এর স্বল্পতা: 'জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' এর জনবল ও লজিস্টিকস কম থাকায় শুদ্ধাচার সম্পর্কিত নীতি-নির্ধারণ, কার্যক্রম-বাস্তবায়ন ও তাদের সমন্বয়, অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং নতুন নীতি ও কৌশল প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়।

ছ) কিছু প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি গঠন ও ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত না হওয়া: কিছু প্রতিষ্ঠানে এখনও 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন ও 'ফোকাল পয়েন্ট' নিযুক্ত করা হয়নি। যেমন, বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট) এবং অ্যাটর্নি জেনারেল-এর কার্যালয়ে। অন্যদিকে, অনেক মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন ও 'ফোকাল পয়েন্ট' নিযুক্ত করা হলেও উক্ত মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহে 'শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট' গঠিত হয়নি। এছাড়া কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখা গেছে, নিযুক্ত ফোকাল পয়েন্ট বদলি হয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাওয়ায় নতুন ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করতে অনেক সময় লেগেছে।

জ) নৈতিকতা কমিটির এখতিয়ার সুনির্দিষ্ট নয় এবং তাদের সক্রিয়তার অভাব: নৈতিকতা কমিটির সকল সদস্য এই কৌশলপত্রের বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি বা তারা অংশগ্রহণ করেননি। ফলে তারা তাদের এখতিয়ার সম্পর্কে অনেকক্ষেত্রে অবহিত না।

ঝ) মূল দায়িত্বের চাপে বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে নৈতিকতা কমিটি নিয়মিত সভা করতে না পারা: কৌশলপত্র বাস্তবায়নে কোনো প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতা কমিটি তাদের নিয়মিত কাজের চাপে অনেকক্ষেত্রেই শুদ্ধাচার সম্পর্কিত কাজ করতে পারে না। এমনকি সভাও করতে পারে না। তাছাড়া নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্টকে সর্বদা তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষা করতে হয় এবং অগ্রাধিকার কম থাকায় অনেকক্ষেত্রেই তারা এ সম্পর্কিত অনুমতি পান না।

ঞ) নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ না করা বা দীর্ঘসূত্রতা: জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রতিষ্ঠানসমূহের নৈতিকতা কমিটি তাদের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি জানানোর নিয়ম থাকলেও এখনো অনেক প্রতিষ্ঠান তা করেনি।

ট) জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটের এখতিয়ার ও সক্রিয়তার অভাব: জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিস্তারিত কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করার কথা থাকলেও এখনো কিছু প্রতিষ্ঠানকে যেমন, সুপ্রিম কোর্ট, অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে কোনোরূপ নির্দেশনা দেয়নি।

ঠ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন: কৌশলপত্রের নির্দেশনা ও ফরমেট অনুসরণ করে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিজস্ব বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর থাকলে তাদের জন্য খুব কমক্ষেত্রেই নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ড) শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা: এনজিও ও বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় এখনও কোনো নির্দেশনা বা পদ্ধতি তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া এই সকল প্রতিষ্ঠানে স্বশাসন থাকায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ঢ) অংশীজনদের মধ্যে কৌশলপত্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা: কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন ও 'ফোকাল পয়েন্ট' নিযুক্ত করা হলেও কৌশলপত্র প্রণয়নের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নৈতিকতা কমিটির অনেক সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে খুব স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি।

ণ) স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রমের সময়সীমা শেষ হলেও এখনও তার মূল্যায়ন না হওয়া: কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রায় দেড় বছর পার হলেও জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট কর্মকৌশলে উল্লিখিত স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করেনি।

ত) শুদ্ধাচারে উল্লিখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং সহায়তাকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব: কৌশলপত্রের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ও সহায়তাকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়য়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কৌশলপত্রে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে জন্য মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশন আবার রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হলো নির্বাচন কমিশন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাদের এই দ্বৈত ভূমিকার প্রেক্ষিতে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি।

থ) প্রতিষ্ঠানভিত্তিক চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতার অভাব: প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনায় তথ্যদাতাদের নিকট থেকে তাদের চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশ সম্পর্কে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তারা শুধুমাত্র কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে অবহিত।

দ) জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক নিয়মিত না হওয়া: কৌশলপত্রে এই উপদেষ্টা পরিষদের বছরে ন্যূনতম দুটি সভা করার কথা থাকলেও এই দীর্ঘ দেড় বছরে একটি মাত্র সভা হয়েছে। এছাড়া এ পরিষদের নির্বাহী কমিটিও একটি মাত্র সভা করেছে।

১০. সুপারিশ

বিকাশমান দলিল হিসেবে বাস্তবায়নের প্রথমেই কৌশলপত্রে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা বিচার, প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানাবোধ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি যাচাই, এবং বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হলে, এই দলিলটিকে আরো বেশি বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলার জন্য উপযুক্ত দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে। সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে টিআইবি নিম্নলিখিত কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করছে:

১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে সকল রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভিত্তিক প্রচার করতে হবে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অবহিতকরণ সভা, কর্মশালা আয়োজন করতে হবে এবং এটি সম্পর্কে সুশীল সমাজ ও জনগণকে অবহিত করতে হবে।

২) জনবল বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত লজিসটিকস সরবরাহ, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করে কাঠামোগত ও ধারণাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটকে অতিদ্রুত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে।

৩) যে সকল রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা কমিটি ও শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়নি এবং ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারিত হয়নি তা দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। এ সকল কমিটির সদস্যদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়মিত সভা আয়োজন করবে, সদস্যদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

৪) সকল অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি, উপায় বা প্রক্রিয়া অতিদ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।

৫) প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচার সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য আর্থিক বরাদ্দ এবং নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়নের বিধান রেখে নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রমকে প্রশাসনিক কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে।

৬) জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ, নির্বাহী কমিটি, এবং প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নৈতিকতার কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে হবে।

৭) জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার সকল স্তম্ভগুলোকে যেমন, তথ্য কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী, এবং সামরিক বাহিনীকে কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮) রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনায় শুদ্ধাচারের প্রধান সূচক এবং দুর্নীতি রোধের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯) শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনায় এনে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে তা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১০) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলটির চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ, সুপারিশ ও কর্মপরিকল্পনার আলোকে অতিদ্রুত এটিকে হালনাগাদ করতে হবে।

-০-